দীনের মূলনীতি

উসুলুস সুন্নাহ ওয়া ই'তিকাদুদ দীন

ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন আবি হাতিম রহিমাহুল্লাহ তার পিতা আবু হাতিম রহিমাহুল্লাহ(১৯৫-২৭৭হি.) ও আবু যারা'আ রহিমাহুল্লাহ(২০০-২৬৪হি.) কেপ্রশ্ন করেছিল উসুলুদ দীন বা দিনের মূলনীতির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহের আকিদা কি?
এবং তারা উভয়ে সমস্ত শহরের ওলামাদেরকে কোন আকিদার উপর পেয়েছিল এবং তাদের দুজনের আকিদা কি? তারা জবাব দিয়েছিল আমরা হেজাজ, ইরাক, মিশর, শাম এবং ইয়েমেনের সমস্ত শহরের ওলামাদেরকে এই মাযহাবের (আকিদা) উপর পেয়েছি।
অর্থাৎ তারা এই আকীদা পোষণ করত।

১. অবশ্যই ঈমান কথা এবং কাজের নাম, যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।
২. কোরআন আল্লাহর কালাম কোন দিক দিয়েই এটি মাখলুক না।
৩. তাকদীরের ভাল এবং মন্দ উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।
৪. নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতঃপর ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু অতঃপর উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতঃপর আলী বিন আবি তলিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু। এরাই খোলাফায়ে রাশেদীন মাহদিইন।
৫. আশারায়ে মুবাশশারাহ যাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা সকলেই আমাদের নিকট জান্নাতি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা সত্য।
৬. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমস্ত সাহবীদের উপর রহমতের দোয়া করা উচিত (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম) এবং তাদের মধ্যকার যে সকল মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের চুপ থাকা উচিত।
৭. আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা নিজ আরশের উপর কোন প্রশ্ন বা ধরন ব্যতীতই সমুন্নত নিজ মাখলুক থেকে (জাত হিসাবে) আলাদা যেভাবে তিনি নিজে নিজের কিতাবে অর্থাৎ কোরআন মাজিদে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি সমস্ত কিছুকে নিজের ইলম দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তার সমতুল্য কোন কিছুই নয়। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।
৮. আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা কে আখিরাতে দেখা যাবে। জান্নাতিরা নিজ চোখে তাকে দেখতে পাবে। যেভাবে বলা হয়েছে, যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা।
৯. জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। এবং এ দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি মাখলুক যা ধ্বংস হবে না। আল্লাহর বন্ধুদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বদলা (প্রতিদান) এবং আল্লাহর নাফরমান দের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। শুধু তাদের ব্যতীত যাদের উপর আলাহ রহম করবেন।
১০. সিরাত অর্থাৎ পুলসিরাত সত্য।
১১. মিজান বা দাঁড়িপাল্লা যার দুটি পাল্লা রয়েছে। যার দ্বারা বান্দার ভাল এবং মন্দ আমল পরিমাপ করা হবে এবং তা সত্য।
১২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাউজে কাউসার দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য। এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ সত্য।
১৩. আহলে তাওহীদ অর্থাৎ তাওহীদের অনুসারীদের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাফাআতের অর্থাৎ সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এটা সত্য।
১৪. কবরের আযাব সত্য।
১৫. মুনকার- নাকির (কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতা) সত্য।
১৬. কিরামান কাতিবিন (সম্মানীয় আমল লেখক ফেরেশতা) সত্য।
১৭. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য।
১৮. কবিরা গুনাহগারের মামলা আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আমরা আহলে কিবলা (কেবলার অনুসারীদের) অর্থাৎ মুসলিমদের তাদের কবীরা গুনাহের জন্য কাফের সাব্যস্ত করিনা। আমরা তাদের মামলা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করি।
১৯. প্রত্যেক জামানায় ও এলাকায় আমরা মুসলিম শাসকের (খলিফার) সাথে ফরয হজ্ব ও জিহাদ করি।
২০. আমরা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে হঠকারিতা করিনা। এমনকি ফিতনার সময়ও একে অপরকে হত্যা করি না।
২১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে আমাদের শাসক বানিয়েছেন আমরা তার কথা শুনি এবং মান্য করি। কখনো তার আনুগত্য থেকে ফিরে আসি না (শরীয়তের স্পষ্ট বিধান ব্যতীত)
২২. আমরা আহলে সুন্নাহ এবং জামায়াতের অনুসরণ করি। একাকীত্ব, বৈপরীত্য এবং দলাদলি করিনা।
২৩. যখন থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নবীকে পাঠিয়েছেন। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ চালু থাকবে। কোন কিছুই জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না।

২৪. একই হুকুম হজের ক্ষেত্রেও।
২৫. মুসলিম শাসকের নিকট পশু সহ অন্যান্য সাদাকাহ (যাকাত, ওশর) জমা করা হবে।
২৬. মানুষ তার আহকাম (আমল) ও ওয়ারিশ সূত্রে মমিন। আল্লাহর নিকট তার কি অবস্থা তা জানা নেই। যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বলে সে পাকা ঈমানদার ওই ব্যক্তি বেদাতি। যে ব্যক্তি দাবি করে আল্লাহর নিকট সে মুমিন ওই ব্যক্তি মিথ্যুক। যে ব্যক্তি বলে আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি ওই ব্যক্তি সঠিক।
২৭. মুরজিয়া, বেদাতি গোমরা ফেরকা।
২৮. কাদেরিয়া (তাকদীর অস্বীকারকারী), বেদাতি গোমরা ফেরকা। তাদের মধ্যে যে বলে, আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এ ব্যাপারে ইলম রাখেন না। সে ব্যক্তি কাফের।
২৯. জাহমিয়া, কাফের ফেরকা।
৩০. রাফেজী, ইসলাম ত্যাগ করেছে।
৩১. খাওয়ারিজ, দীন (ইসলাম) থেকে বের হয়ে গিয়েছে।
৩২. যে ব্যক্তি বলে কোরআন মাখলুক ওই ব্যক্তি কাফের। মিল্লাতের(ইসলাম) বাইরে। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে তার কাফের হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করে ওই ব্যক্তিও কাফের।
৩৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। এবং বলে আমার জানা নেই এটা মাখলুক না গায়ের মাখলুক। ওই ব্যক্তি জাহমিয়া।
৩৪. যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে কোরআনের ব্যাপারে ফয়সালা দিতে বিরত থাকে। তবে, তাকে বোঝানো হবে। ওই ব্যক্তি বেদাতি তাকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না।
৩৫. যে বলে আমার ভাষায় কোরআন সৃষ্টি বা কোরআনকে আমার ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি জাহমি।
৩৬. আহলে বিদআত এর আলামত, তারা আহালে আছারের (আহলে হাদিস) উপর হামলা করে।
৩৭. জিন্দিক দের (বে-দীন, গোমরা) আলামত, তারা আহলে আছার কে(আহলে হাদিস) হাসবিয়াহ(বাহ্যিক অনুসারী) বলে। এর দ্বারা তারা হাদীসকে অস্বিকার করে।
৩৮. জাহমিয়াদের আলামত, তারা আহলুছ ছুন্নহ কে মুশাব্বিহা (যারা খালিকের সিফাতকে মাখলুক এর সাথে তুলনা করে) বলে।
৩৯. কাদেরিয়া দের আলামত, তারা আহলুস সুন্নাহ কে মুজবিরা (এক গোমরা ফেরকা। তারা মনে করে মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। যা সে করে মূলত তাকে দিয়ে তা করানো হয়) বলে।
৪০. মুরজিয়াদের আলামত, তারা আহলুস সুন্নাহকে মুখালিফ (বিরোধী) ও ক্ষতিকারক বলে।
৪১. রাফেজীদের আলামত, তারা আহলুস সুন্নাহ কে সানিয়া (নবিতা, নাছবিয়া) বলে।
৪২. এইসকল খারাপ নামের কারণ, পক্ষপাত এবং অবাধ্যতা। আহলে সুন্নাতের একটিই নাম। এটা অসম্ভব যে এই নামসমূহ (তাদের দেওয়া) একসাথে জমা হবে।
৪৩. ঈমাম আবু হাতিম আর রাজি ও ইমাম আবু যারা'আ আর রাজি রহিমা হুমাল্লাহ দুজনে গোমরা ও বেদাতি ফেরকাকে বয়কট করতো। এবং তাদের বাতিল মতামত শক্তভাবে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করত। আহলে কালাম (যুক্তিবাদী, দার্শনিক) এর মজলিসে বসতে, তাদের সাথে কথা বলতে এবং তাদের কিতাব দেখতে নিষেধ করত। এবং বলতো কালামবীদরা কখনো নাজাত পাবে না।(তওবা ব্যতীত)